দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭

পাসে মেধা যাচাই হয় না

গত সোমবারে দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাজিল ও কামিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর গ্রেডিং পদ্ধতির তৃতীয় বছরে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করা হলে দেখা যাচ্ছে যে, আগের তুলনায় পাসের হার যেমন বেড়েছে তেমনি বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ বছর এইচএসসিতে ৭ শিক্ষা বোর্ডে ৫৯.১৬ শতাংশ উত্তীর্ণ হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় এ বছর পাসের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে সন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের মেধা বাড়ানোর সংস্কার চালু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় পাসের হার বৃদ্ধি এবং মেধার বিকাশ এক কথা নয়। শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হলে মেধা চর্চা এবং তাকে যেভাবে পরিশীলিত করা আবশ্যক সে সংস্কৃতির ক্ষেত্র আমাদের দেশে কতটা তৈরি হয়েছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে অপসংস্কৃতির জোয়ার বইছে, ছাত্র রাজনীতির নামে যে হারে সংঘাত আর হিংসাত্মক অপরাজনীতির ধ্বংসযজ্ঞ চলছে সেখানে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করাই দুষ্কর। যেখানে পড়াশোনার পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সেখানে শিক্ষার্থীদের যথার্থ মেধার বিকাশ ঘটছে বলে মনে করাও অবান্তর নয় কি?

তথাপি উল্লেখ করতেই হয় শিক্ষার পরিবেশ যেখানে অপ্রতুল এবং এমন প্রতিকূল পরিবেশেও এবারের এইচএসসি পরীক্ষা পাসের হার নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক।

তবে এ কথাও সত্য শুধু পাসের হার দিয়ে শিক্ষার মান যাচাই করা যায় না। তাই দেশে প্রকৃত শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হলে, মেধার বিকাশ বাড়াতে হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ যে নৈরাজ্য, অপরাজনীতি ও অপসংস্কৃতির অক্টোপাস ঘিরে ধরেছে তাকে যে কোন মূল্যে রোধ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে নজর ফেরালে আর একটি করুণ চিত্র ধরা পড়বে। ধরা পড়বে শহর আর গ্রামের মধ্যে শিক্ষার তফাত।

শহর আর গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, শহরের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভাল করছে কিন্তু গ্রামের অনেক কলেজের একজন ছাত্রও পাস করেনি।

শহর আর গ্রামের মধ্যে এই যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে দারিদ্র্যই এই বিভেদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

আজকাল শিক্ষা গ্রহণ বা চর্চা অত্যধিক ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। ভাল স্কুলে, ভাল কলেজে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করানো নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয় এমনকি মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষেও আজ প্রায় দুঃস্বপ্ন বলে মনে হবে। বস্তুতপক্ষে ধনীক শ্রেণী ছাড়া এ দেশে গরিব শ্রেণীর পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ অতিশয় কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রসঙ্গে আরও একটি অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশে শিক্ষার পরিবেশহীনতা যেমন আছে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও চরম অভাব রয়েছে। বিশেষ করে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হাতেগোনা কয়েকটি ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেখানে ভর্তির সুযোগ সবার পক্ষে পাওয়া কঠিন। গত সোমবার পৃথক একটি জাতীয় দৈনিকে এ বছর ৬০ হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত হবে বলে উদ্বেগজনক সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকৃতঅর্থে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তাই দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে না পারলে সমগ্র জাতি যে মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত হয়ে পড়বে এ কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়া অবান্তর। শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন করে শিক্ষার পরিবেশ প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের অনুকূল করতে না পারলে জাতি হয় শিক্ষাহীন, না হয় অর্ধশিক্ষিত হয়েই থাকবে এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।